২০১৬ বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি প্রান্তিক, মূল লড়াই তৃণমূলের বিরুদ্ধে বাম-কংগ্রেস জোটের

পরিবর্তন না প্রত্যাবর্তন, কী আছে ভবিতব্যে?

পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষকে নতুন রাজনৈতিক দিশা দিতে পারবে বাম গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ জোট? লিখছেন

মইদুল ইসলাম

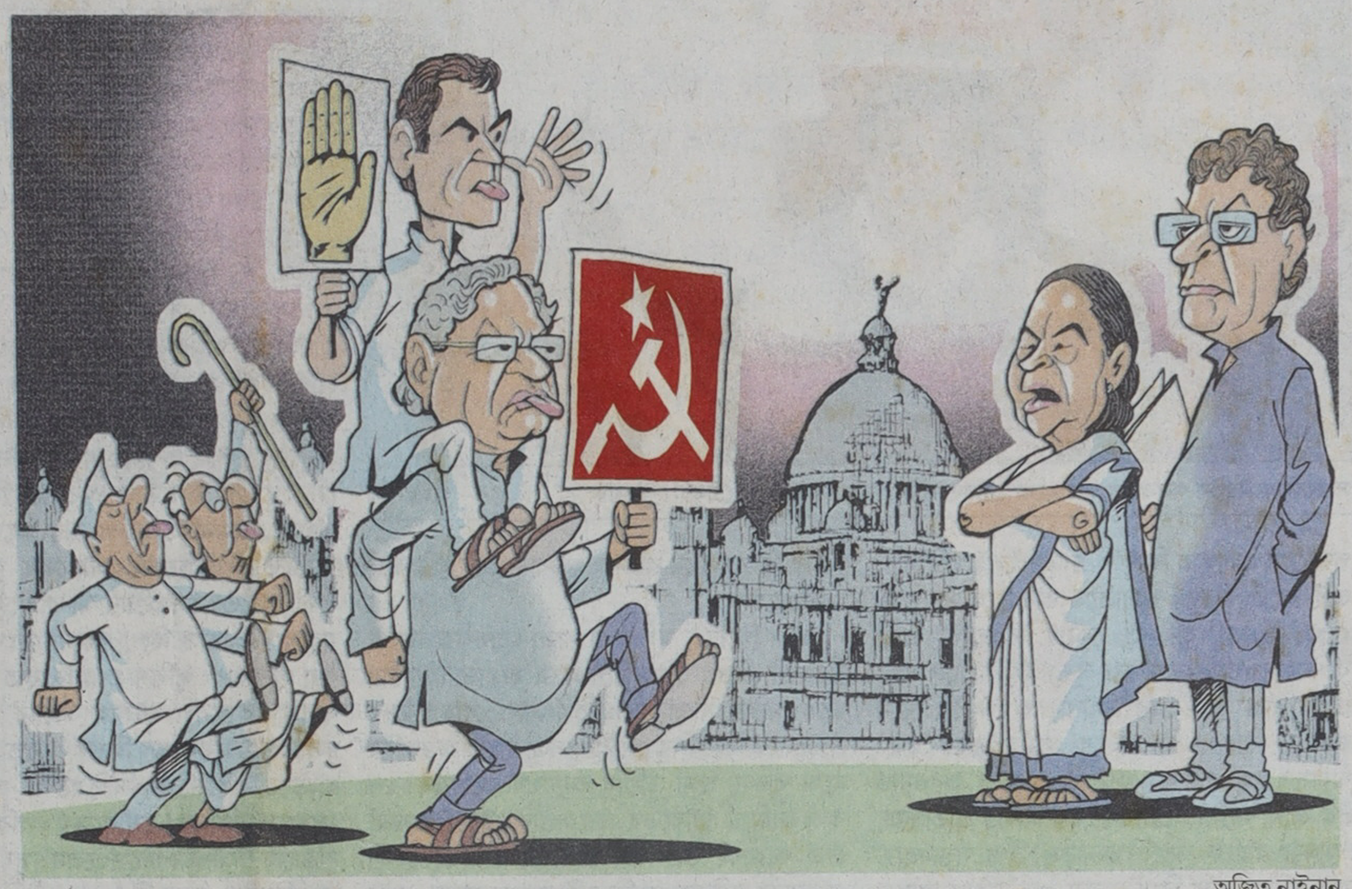

অজিত নাইনান

চলতি বিধানসভা নির্বাচনে একটা মেরুকরণ স্পষ্ট হয়ে গেছে। এক দিকে আছে বর্তমান শাসক দল আর অন্য দিকে আছে বাম গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ জোট। শাসক দল ২০০৯ সাল থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারে থেকে সাত মন্ত্রী নিয়ে কী কাজ করল আর গত পাঁচ বছরে রাজ্যের উন্নয়নের জন্য কী করল সেই বিষয়ে শক্তিশালী বিরোধী জোট প্রশ্নবাণ ছুড়ে দিচ্ছেন শাসক দলের বিরুদ্ধে। এর মাঝামাঝি বা অন্য কোনো বিশ্বাসযোগ্য তৃতীয় শক্তি, লড়াইয়ের ময়দানে অনেক দুর্বল। বিজেপি এই রাজ্যে, বিধানসভা নির্বাচনে কোনও দিন একটা সাইনবোর্ডের থেকে আলাদা কিছু হতে পারেনি। ১৯৮২ সালে, বিজেপি গঠিত হওয়ার পর রাজ্যে সাতটা বিধানসভা নির্বাচনে দলটির প্রাপ্য ভোট ১.৯৩ শতাংশ থেকে ১১.৩৪ শতাংশের মধ্যে ওঠানামা করেছে। এর মধ্যে ১৯৯১ সালের বিধানসভা ও লোকসভা নির্বাচন যা পশ্চিমবঙ্গে একসঙ্গে হয়েছিল সেটা বাদ দিলে অন্য কোনো বিধানসভা নির্বাচনে, বিজেপির ভোটের হার কোনওবারই দুই অঙ্কে পৌঁছতে পারেনি। ১৯৯১ সালে রামজন্মভূমি আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে তারা এগারো শতাংশের একটু বেশি ভোট পায়। ২০০৬ সালের বিধানসভায় তারা তৃণমূলের সঙ্গে জোট বেঁধে মাত্র ২৯টি আসনে নির্বাচন লড়ে সাকুল্যে দুই শতাংশের নীচে ভোট পেয়েছিল। ১৯৯১ সালের নির্বাচনকে বাদ দিলে বিজেপি যে সব নির্বাচনে ২৬৬ আসন (২০০১ সালে) থেকে ২৯২ আসনে (১৯৯৬ সালে) প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল, সেই সব নির্বাচনে ৪.১৪ শতাংশ থেকে ৬.৪৯ শতাংশ ভোট পেয়েছে। ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি এই রাজ্যে তাদের ইতিহাসে সব থেকে ভালো ফল করেছিল। কিন্তু ২০১৫ সালে রাজ্য জুড়ে যে পৌরসভা নির্বাচন হয়েছিল সেখানে বিজেপি ধরাশায়ী হয়ে আবার একটি সাইনবোর্ডে পরিণত হয়।

বিজেপি চিরকাল, গ্রামের থেকে শহরে বেশি সমর্থন পায়। কিন্তু ২০১৫ সালের ৯৭টি পৌরসভা নির্বাচন থেকে পরিষ্কার যে তারা এই রাজ্যে শহরের মানুষের দ্বারাও প্রত্যাখ্যাত হচ্ছে। যেখানে এই রাজ্যে বিজেপির গড় ভোট ৬.৫ শতাংশের মধ্যে থাকে সেখানে ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে তারা ১৬.৮ শতাংশ ভোট পেল কী করে? আসলে বিজেপির কট্টর সমর্থক ছাড়া শেষ লোকসভা নির্বাচনে তারা অতিরিক্ত দুই প্রকারের সমর্থন পেয়েছিল। একটা দল ছিল চরম বাম বিরোধী মানুষ আর অন্য দলটা ছিল তৃণমূল বিরোধী মানুষ যারা তৃণমূলি অত্যাচার থেকে নিষ্কৃতি পেতে ওই সময় বাম ও কংগ্রেসের উপর ভরসা করতে পারেননি। এই দ্বিতীয় প্রকারের মানুষ কিন্তু চলতি বিধানসভা নির্বাচনে আবার বাম ও কংগ্রেস শিবিরে ফিরে আসার প্রবল সম্ভাবনা আছে। অন্য দিকে তৃণমূল তাকিয়ে থাকবে বিজেপির চরম বাম বিরোধী সমর্থকদের দিকে। এহেন রাজনৈতিক মেরুকরণের মধ্যে এই বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি যাতে একেবারে মিলিয়ে না গিয়ে অন্তত একটি সাইনবোর্ড হিসেবে নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারে, সেই জন্য প্রধানমন্ত্রী এই রাজ্যে এসে নির্বাচনী জনসভায় শাসক দল এবং বাম গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ জোটকে আক্রমণ করছেন। কিন্তু তাতে কাজের কাজ কিছু হবার সম্ভাবনা কম। কারণ এই রাজ্যের মানুষ, বিজেপিকে কেবলমাত্র ১৯৯১ সালের বিধানসভা নির্বাচন ছাড়া অন্য কোনও বিধানসভা নির্বাচনে বিশেষ একটা সমর্থন করেননি। রাজ্য স্তরে বিজেপির অভিজ্ঞ ও বিশ্বাসযোগ্য নেতৃত্বের অভাব এই নির্বাচনে তাদের বড়ো বাধা। অন্য দিকে রাজ্যের শাসক দলের সঙ্গে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের পর্দার আড়ালে একপ্রকার গোপন আঁতাতের যে অভিযোগ বাম ও কংগ্রেস বরাবর করে এসেছে সেই প্রচারও সামলাতে তাদের হিমশিম খেতে হচ্ছে।

> তৃণমূল দলটা গঠিত হয়েছিল এই বলে যে এই রাজ্যে, কংগ্রেস হল বামেদের বি-টিম। অথচ সেই বি-টিমের সঙ্গে কিন্তু ২০০১ সালের বিধানসভা, ২০০৯ সালের লোকসভা এবং ২০১১ সালের বিধানসভায় নির্বাচনী জোট করেছিল।

তৃণমূল ১৯৯৮, ১৯৯৯ ও ২০০৪ সালের লোকসভা ভোট এবং ২০০৬ সালের বিধানসভা ভোটে বিজেপির সঙ্গে রাজনৈতিক জোট করেছিল। তৃণমূল দলটা গঠিত হয়েছিল এই বলে যে এই রাজ্যে, কংগ্রেস হল বামেদের বি-টিম। অথচ সেই বি-টিমের সঙ্গে কিন্তু ২০০১ সালের বিধানসভা, ২০০৯ সালের লোকসভা এবং ২০১১ সালের বিধানসভায় নির্বাচনী জোট করেছিল। রাজ্যের এই ব্যক্তিকেন্দ্রিক শাসক দলটি কিন্তু বারংবার জোট রাজনীতি করেছে। এখন যখন বামফ্রন্ট, কংগ্রেস, আরজেডি, জেডিইউ, 'আমরা আক্রান্ত' এবং কিছু নির্দল ব্যক্তিদের বৃহত্তর বাম গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ জোট হয়েছে তখন তৃণমূল নেত্রী রাগান্বিত হয়ে বিরোধীদের হুমকি দিচ্ছেন। লজ্জার মাথা খেয়ে কামারহাটির বিধায়ক আবার জেলে বসে শাসক দলের টিকিটে লড়ছেন। রাজ্যের শাসক দলের কিছু নেতা মন্ত্রী যাদের বিরুদ্ধে নারদ ঘুষকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগ, যেমন বালিগঞ্জ, কলকাতা বন্দর, বেহালা পূর্ব এবং খানাকুলের বর্তমান বিধায়ক প্রার্থীরা আবার ভোট চাইতে রাস্তায় হাঁটছেন। তাদের পাশে থেকে প্রচার করছেন নারদা ঘুষকান্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে অভিযুক্ত তৃণমূলের কিছু সাংসদ, যেমন তমলুক, উলুবেড়িয়া, দমদম, বারাসাত, হাওড়া, আরামবাগের সাংসদ এবং শাসক দলের বর্তমান সহসভাপতি ও রাজ্যসভা সাংসদ। রাজ্যের ইতিহাসে এই সব ঘটনাসমূহ নজিরবিহীন। শাসক দলের বর্তমান সহসভাপতি ও রাজ্যসভা সাংসদ হলেন সেই ব্যক্তি যিনি বলেছিলেন যে উনি রেলমন্ত্রী থাকাকালীন সারদা নামক প্রতারক সংস্থার সঙ্গে ভারতীয় রেলের চুক্তি হয়নি। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে ইঙ্গিত স্পষ্ট ছিল যে তাঁর আগের আমলে অর্থাৎ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যখন রেলমন্ত্রী তখন ভারতীয় রেলের সঙ্গে সারদার চুক্তি হয়েছিল। ও রকম কথা বলে তৃণমূল নেত্রীর চক্ষুশূল হন এবং তাই মাঝখানে একটু অন্তরালে চলে গিয়েছিলেন। আবার ভোটের মরশুমে ম্যানেজারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন।

১৯৭২ সালে ভাঙড় কেন্দ্র থেকে বাম বিধায়ক এবং পরে গত ৩৯ বছর ধরে ক্যানিং পূর্ব-এর সিপিআইএম বিধায়ক তথা বামফ্রন্টের একদা মন্ত্রী নিজেকে 'চাষার ব্যাটা' বলে পরিচয় দিতেন। ২০১৩ সালেও সেই বিধায়ক তৃণমূলের 'তাজা ছেলেদের' হাতে আক্রান্ত হন। তিনি আবার এখন শাসক দলে ভিড়ে ভাঙর বিধানসভা কেন্দ্রে প্রার্থী হয়েছেন। যে সরকারের ভ্রান্ত নীতির ফলে রাজ্যের কৃষক ফসলের সঠিক দাম না পেয়ে আত্মহত্যা করছে, যে সরকার ক্ষমতায় আসার পরেই হাড়োয়াতে চাষিদের উপরে গুলি চলেছিল, সেই দলে ভিড়ে গিয়ে চরম সুবিধাবাদী রাজনীতি করতে বিন্দুমাত্র অনুতাপ হল না? একই অবস্থা সংখ্যালঘুদের স্বঘোষিত 'মসিহা' যিনি ইউডিএফ ছেড়ে মঙ্গলকোট থেকে শাসক দলের টিকিটে লড়ছেন। ২০০৯ ও ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে বসিরহাট কেন্দ্রে ও ২০১১ সালে ডোমকল কেন্দ্রে তাঁর জামানত গিয়েছিল। প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দলের প্রতীকে না দাঁড়ালে রাজ্যের সংখ্যালঘু মানুষ ফিরেও তাকায় না।

শিক্ষা ক্ষেত্রে অরাজকতা চলছে। গত পাঁচ বছরে সরকার স্থায়ী। কিন্তু অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্যরা অস্থায়ী! টোকাটুকি থেকে শুরু করে শিক্ষকের উপরে আক্রমণ ও ফেল করা ছাত্রদের পাশ করানোর বেয়াড়া আবদার এখন রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থার সার্বিক নৈরাজ্যকে উন্মোচিত করছে। গ্রাম, শহর ও মফস্সলের লক্ষ লক্ষ যুবক যুবতী হয় বেকার অথবা চাকরির জন্য তাদের ভিন রাজ্যে বা ভিন দেশে চলে যেতে হচ্ছে। অন্য দিকে পুলিশ ও আমলাদের একাংশের হাতে চরম ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। সেই অতিরিক্ত ক্ষমতা উপভোগ করা পুলিশ ও আমলাদের একাংশের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। কিছু পুলিশ ও আমলার বিরুদ্ধে আবার শাসকের চোখরাঙানির ভয়ে শাসক দলের সুবিধার্থে কাজ করার অভিযোগ উঠছে। কৃষক, শ্রমিক, দলিত, আদিবাসী, মুসলিম ও মহিলাদের অবস্থা পাঁচ বছর আগে যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই। কিছু ক্ষেত্রে তো অবনতি হয়েছে। বিদ্যুতের চড়া দামের ফলে সাধারণ মানুষের নাভিশ্বাস উঠছে। বিরোধীরা বলছেন, রাজ্য সরকারের উন্নয়নের জন্য খাজনার থেকে বাজনা বেশি। অর্থাৎ যে টাকা দিয়ে উন্নয়ন করা যেত সেই টাকায় ক্লাব খয়রাতি ও সরকারি বিজ্ঞাপন হচ্ছে। তাই ২০১১ সালে যে পরিবর্তন মানুষ চেয়েছিল সেই 'পরিবর্তন'-এর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ হয়েছে।

রাজ্যের বহু মানুষের আশা যে বামফ্রন্ট ও কংগ্রেস দল তাদের অতীতের ভুলভ্রান্তি থেকে শিক্ষা নেবে। কারণ সেই ভুলভ্রান্তির জন্যই তাদের শাসন ক্ষমতা থেকে চলে যেতে হয়েছিল। রাজ্যে কয়েক দিন আগেই ধুমধাম করে নববর্ষ উদযাপিত হয়েছে। রাজ্যে বহু মানুষের আশা যে নতুন বছরে, এক নবীন রাজনৈতিক দিশা দিক বাম গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ জোট।

লেখক কলকাতার সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন সোশ্যাল সাইন্সেসে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষক। মতামত ব্যক্তিগত